দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৩

36

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হোক

আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলো আজ ছাত্র রাজনীতির নামে একশ্রেণীর পেশাধারী অছাত্র সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কলুষিত। বছরের বেশীর ভাগ সময় সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের জন্য বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে কোন বিদ্যাপীঠেই যেন এখন আর লেখাপড়া চলছে না। সন্ত্রাস ও অরাজকতা নিত্যদিনের স্বাভাবিক ব্যাপার। কথার কথায় বোমাবাজি।

আগ্নেয়াস্ত্রের অবাধ ব্যবহার। এক পক্ষ অন্য পক্ষের চ্যালেঞ্জ, শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে নাজেহাল ইত্যকার সব ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা একের পর এক ঘটে চলছে। রাজনীতি করা দোষের নয়। ছাত্র রাজনীতিও কোন খারাপ কিছু নয়। অবশ্যই এগুলো সভ্য জগতের ও সভ্য জাতীর জন্য কল্যাণের। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সময়োপযোগী ভূমিকাই যথোপযুক্ত কর্ণধার। উপরন্তু শিক্ষা যেহেতু জাতীর মেরুদণ্ড সেহেতু শিক্ষিত নাগরিকরাই উপযুক্ত কর্ণধার বটে। ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির চেতনা থাকবে না তা নয়। তবে তা সুস্থ বিকাশবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সচেতনতা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা সমীচীন। দেশপ্রেম এবং জাতীর ভবিষ্যত ভারনা সুপ্ত সুখের ব্যাপার বটে। অথচ আজকের শিক্ষাঙ্গনে যা হচ্ছে তার পরিণতি কোন সভ্য জাতীর জন্য আদৌ কল্যাণকর নয়।

বরং জাতীকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গুত্বে পরিণত করারই পথ। দুঃখের ব্যাপার, বিদ্যাপীঠগুলোতে এসব মূল্যবোধের অভাব আজ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকগণ আজ প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছেন; নাজেহাল হচ্ছেন। সামান্যতম সম্মান বোধহয় অবশিষ্ট নেই তাদের। অন্যদিকে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের কলেজ ভার্সিটিতে পাঠিয়ে উদ্বেগাকুল হয়ে প্রহর গুণেন। তারা নিশ্চিত নন যে, তাদের সন্তান প্রাস করে আবার ঘরে ফিরে আসবে। বরং ভারনা থাকে যে কোন মুহূর্তে সাদা কাফনে ঢাকা কফিনে আবৃত্ত সন্তানের পরিণতি ভোগ করতে হয় কি-না? এসবই আমাদের আজকের শিক্ষাঙ্গনে বাস্তবতা। কিন্তু কেন? এর জন্য দায়ী কে বা কারা? কেন আজ আমাদের বিদ্যাপীঠের পবিত্রতা বিঘ্নিত, কলুষিত? কেনই বা সন্ত্রাসের রাজত্ব? অবশ্যই এসব প্রশ্ন জাতীর কাছে বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলাবাহুল্য, ছাত্র রাজনীতির নামে অছাত্র সন্ত্রাসবাদীরা একচেটিয়া অপকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নিরীহ জ্ঞান অন্বেষী ছাত্রগণ এদের প্রতাপে প্রকম্পিত ও শঙ্কিত। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, এর পেছনে কোন চক্রান্ত কাজ করছে কি-না? কারণ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এহেন চক্রান্ত সফলতা অর্জন করতে পারলে জাতীকে খুব সহজে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া সম্ভব হবে। পঙ্গুত্বে পরিণত করা সহজ হবে।

পক্ষান্তরে একশ্রেণীর সুবিধাবাদী নাম সর্বস্ব তথাকথিত রাজনৈতিক সংগঠন যারা জোয়ার ভাঁটার গতি বুঝে অগ্রসর হয়, জাতীয় স্বার্থবোধ যাদের তাড়িত করে না এবং ত্রাস আর অরাজকতা যাদের মূল উদ্দেশ্য তাদের স্বপ্রণোদিত লক্ষ্যবস্তু ছাত্রদের বিপথগামী করছে। ছাত্র নামধারী অছাত্রদের ঢুকিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে যাতে সুস্থ বিকাশবান রাজনীতির বারোটা বাজানো সহজ হয়। পূর্বেও বলেছি ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি চেতনা থাকবে না তা নয়। তবে সময়োপযোগী ও সুস্থ বিকাশমান রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা অবশ্যই প্রযোজ্য।

—এস. পিন্টু